সমর, জীবিকা, জীবনাদর্শে

নববী মানহাজ

ইমাম ইবনু রজব হাম্বালী ﵀

বিষয়সূচি

অধ্যায় : এক

হাতে তরবারি **৯**
মহাশাস্তির হুঁশিয়ারি ১১
উন্মুক্ত তরবারি ১৩

অধ্যায় : দুই

কিয়ামাতের খুব কাছে **১৬**

অধ্যায় : তিন

তাওহিদ : আগমনের উদ্দেশ্য **১৯**
আবু তালিবের কাছে কুরাইশ মুশরিকরা ২৭
তাওহিদ প্রতিষ্ঠায় যত বাধা-বিপত্তি ২৮
তায়িফের পথে ৩০
মদিনায় ইসলাম ৩১
আল্লাহর দিকে ফেরা ৩৩
তাওহিদের দাওয়াত অবিরাম ৩৫
তাওহিদ প্রতিষ্ঠায় তরবারি ৩৬

অধ্যায় : চার

বর্শার ছায়াতলে **৩৮**

গনিমাত ৩৯
ফাই ৪১
জিহাদেই রিযিক ৪২
ঈমানের পূর্ণতা জিহাদে ৪৪
জিহাদ ও ইলম ৪৫
দুনিয়ার হাকিকত ৪৫

অধ্যায় : পাঁচ

সুন্নাহর ইত্তিবা : সম্মান যেখানে ৪৮
আনুগত্যের অস্বীকৃতি ৪৯
অনিচ্ছাকৃত ভুল ৫২
নিষ্পাপ নবীর কথাই মান্য ৫২
সাহাবা ও সালাফদের নীতি ৫৩
সত্যগ্রহণে সালাফদের অবস্থান ৫৩
ইজতিহাদি ভুলের ব্যাপারে দুটো কথা ৫৬
ইমাম আহমাদের কঠোর অবস্থান ৫৮
দলিলবিহীন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয় ৫৯
মূর্খ যখন আলিম সাজে ৬০
জিহাদেই সম্মান ও মর্যাদা ৬২

অধ্যায় : ছয়

নিষিদ্ধ অনুকরণ : লাঞ্ছনা যেখানে অবধারিত ৬৪
ভেতর-বাইরে এক হতে হবে ৭৫

অধ্যায় : সাত

শেষকথা ৭৭

অধ্যায় : এক

হাতে তরবারি

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ

'আমি তরবারি হাতে প্রেরিত হয়েছি।'

এ হাদিসের শুরুতেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ—'আমি তরবারি হাতে প্রেরিত হয়েছি।' অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই নবীজিকে তরবারিসহ পাঠিয়েছেন।[২] দলিল-প্রমাণসহ তাওহিদের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে পাঠানোর পাশাপাশি আল্লাহর তাঁকে তরবারিসহ তাওহিদের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। অতএব, কুরআন, হুজ্জাহ (প্রমাণ) ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও যারা তাওহিদের আহ্বানে সাড়া দেবে না, তাদেরকে তরবারি দিয়েই দাওয়াত দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[২] তরবারি এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তরবারি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—যুদ্ধের নির্দেশ। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশসহ প্রেরিত হয়েছেন। তবে এর জন্য রয়েছে শরীয়াহ-নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি ও বিধিবিধান। কাদের বিরুদ্ধে কোন প্রেক্ষাপটে নবীজি ও মুসলিমদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সুন্নাহ ও সালাফে সালিহিনের বক্তব্যের আলোকে সে-বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে জিহাদসংক্রান্ত আয়াতগুলোর তাফসিরে। বক্ষ্যমাণ বইটি যেহেতু আলোচ্য সম্পূর্ণ হাদিসের ব্যাখ্যা, তাই এর প্রথম অংশ 'بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ'-এর ব্যাখ্যায় জিহাদসংক্রান্ত বিধিবিধানের কিছু আলোচনা এসেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা এসেছে হাদিসের পরবর্তী অংশগুলোর ব্যাখ্যা, যেমন—তাওহিদ, রিযিক তথা জীবিকা বা জীবনোপকরণ, সুন্নাতের অনুসরণে সম্মান, বিরোধীতায় লাঞ্ছনা ও এ-সংক্রান্ত জীবনাদর্শ সম্পর্কে –নিরীক্ষক

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কিয়ামাতের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে মধ্যমা আঙুলের ওপর শাহাদাত আঙুলের মর্যাদার সামান্য পার্থক্যের মতো।[২৫]

কেউ কেউ বলেছেন, এ দুই আঙুলের পার্থক্যের পরিমাণ এক সপ্তমাংশেরও অর্ধেক। এর ওপর ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেছেন, এ উম্মাতের মেয়াদ এক হাজার বছর। এটি পৃথিবীতে মানববসতির সময়কালের এক সপ্তাংশ। এ-বিষয়ে ইবনু যায়িদ থেকে একটি মারফু হাদিস বর্ণিত আছে। তবে, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু ইবনুল জাওযী ও সুহাইলী রহিমাহুমাল্লাহ এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনু জাওযী বলেন, বিষয়টি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না হলেও ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু-সহ কিছু সালাফের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত। আহলুল কিতাবের বর্ণনাদিতেও এমন তথ্য পাওয়া যায়।[২৬,২৭]

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন কিয়ামাতের অন্যতম এক নিদর্শন। এর আরেকটি দলিল হলো, 'হাদিসুল জাসসাসা'তে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল বের হবার সংবাদ দিয়েছেন।[২৮]

---

[২৫] ইমাম খাত্তাবী, গরীবুল হাদিস : ১/২৮০।

[২৬] জালালুদ্দিন সুয়ুতী রহিমাহুল্লাহ তার *আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া* গ্রন্থে লেখেন, পৃথিবীতে মানববসতির বয়স হবে সাত হাজার বছর। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ সহস্রাব্দে আগমন করেছেন। সুতরাং তাঁর উম্মাতের বয়স এক থেকে দেড় হাজার বছরের মাঝে সীমিত থাকবে এবং কোনোক্রমেই তা দেড়হাজার বছর অতিক্রম করবে না। পৃথিবীতে মানববসতির স্থায়িত্ব সাতহাজার বছর হওয়ার ব্যাপারে তিনি আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে দুর্বল সনদে একটি হাদিস-সহ কিছু বর্ণনা এনেছেন। যার অধিকাংশই ইসরায়িলী কিংবা জাল বা দুর্বল বর্ণনা। যা দলিল হওয়ার উপযুক্ত নয়। [আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া : ২/১০৫-১০৬]

[২৭] প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভালো, পৃথিবী কিংবা মানবজাতির বয়স সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোর সিংহভাগই অনুমান-নির্ভর। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য, কিছু দুর্বল হাদিস ও বক্তব্যের আলোকে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের গবেষণা ও অনুমান প্রকাশ করেছেন। এর কোনোটিই অকাট্য বা সুনিশ্চিত নয়। মূলত এ অনুমান ও ধারণার জ্ঞানের ওপর ইহ-পরকালীন কোনো কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভরশীল নয়। তাই এ-ধরনের বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত গবেষণা শরীয়াতের গুরুত্বের জায়গা নয়। –নিরীক্ষক

[২৮] তামিম দারী রদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটি 'হাদিসুল জাসসাস' নামে পরিচিত। সহিহ মুসলিম : ২৯৪২।

'যে-ব্যক্তি সম্মান চায় (সে যেন জেনে রাখে), সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহরই জন্য।'[৭৮]

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

'নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কাছে সে-ই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি।'[৭৯]

আল্লাহ তাআলা ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতায় রয়েছে অপমান আর লাঞ্ছনা।

আনুগত্যের অস্বীকৃতি

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা মূলত দুই প্রকার :

১. যারা নবীজির আনুগত্যের বিষয়টি বিশ্বাসই করে না। যেমন, কাফির সম্প্রদায়। এমনইভাবে আহলুল কিতাবও (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান) রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করে না। তারাই হলো প্রকৃত অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগকারী। এ-কারণে আল্লাহ তাআলা আহলুল কিতাবদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দিয়েছেন। হয়তো তারা ইসলাম কবুল করবে, নয়তো নতশির হয়ে জিযিয়া দিতে বাধ্য হবে। আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের ওপর আরোপ করেছেন লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। কারণ, তারা কেবল জেদের বশেই নবীজির সাথে কুফরি করেছে।

২. যারা রসূলের আনুগত্যে বিশ্বাসী। তবে, আমল না করে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে। এই শ্রেণিটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত :

ক. এরা আকিদা-বিশ্বাসে তো রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের বিষয়টি মেনে নিয়েছে; কিন্তু গুনাহ ও অবাধ্যতায়ও লিপ্ত। আর

---

[৭৮] সূরা ফাতির : ১০

[৭৯] সূরা হুজুরাত : ১৩

এ আয়াতে ফিতনা তথা শাস্তি ও বিপর্যয়ের ব্যাখ্যায় সুফিয়ান ইবনু উইয়াইনা রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন (অর্থাৎ, অন্তর গুনাহের উপর অটল রয়ে যাবে)।'[৮৮]

এ-কারণেই সাধারণ গুনাহগারের তুলনায় বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তির শাস্তি বেশি কঠিন। কারণ, বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর ওপর অপবাদ দেয়। প্রবৃত্তির দাসত্ব করে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে থাকে।

অনিচ্ছাকৃত ভুল

কখনো কখনো চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো আদেশের বিরোধিতা হয়ে যায়। উম্মাহর বড়ো বড়ো অনেক আলিম, নেককার ব্যক্তিদের থেকেও এ-ধরনের বিরোধিতা হয়ে থাকে। কিন্তু এতে তাদের গুনাহ নেই, বরং ইজতিহাদ করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেও মুজতাহিদ ব্যক্তি দ্বীন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার কারণে একটি সাওয়াব পাবেন। এ-ধরনের ভুল ক্ষমাযোগ্য। তবে, যারা জানবে ওই মুজতাহিদের কথা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিপরীত, তাদের জন্য এতে কোনো বাধা নেই যে—তারা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সমস্ত মুমিনের জন্য কল্যাণ কামনা হিসেবে উম্মাহকে বলে দেবে, ওই মুজতাহিদের কথা ভুল।[৮৯]

নিষ্পাপ নবীর কথাই মান্য

ধরে নিন ওই বিরোধিতাকারী অনেক বড়ো মাপের মানুষ, তার অনেক সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, তিনি মানুষের প্রিয় ব্যক্তি। কিন্তু এ-কথা মাথায় রাখতে হবে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক তার হকের ওপর সবসময় প্রাধান্য পাবে। তিনি তো মুমিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রাধান্যযোগ্য।

সুতরাং, কারও কাছে যখন নবীজির সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি পৌঁছবে আর সে

[৮৮] আবু ইসমাইল হারাওয়ী, যাম্মুল কালামি ওয়া আহলিহ : ৩২০।

[৮৯] দ্রষ্টব্য—সহিহ মুসলিম : ৫৫।

জিহাদেই সম্মান ও মর্যাদা

দ্বীনের প্রতিটি বিষয়েই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীতে চলার শাস্তি হিসেবে লজ্জা ও অপমানের শাস্তি রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড়ো নবীবিরোধিতা এবং লজ্জা ও অপমানের কথা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তাআলার শত্রুদের মোকাবিলা থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে লজ্জা ও অপমান আর কিছুই হতে পারে না। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণে জিহাদ মানেই সম্মান। আর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জিহাদ ছেড়ে দেওয়া মানে সত্যিকারের অপমান। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

‘যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে লেনদেন করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেবেন। তোমরা দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত এ-অপমান থেকে মুক্তি দেবেন না।’[১০৪]

একবার আবু উমামা বাহিলী রদিয়াল্লাহু আনহু লাঙলের ফলা ও কিছু কৃষি-সরঞ্জাম দেখে বললেন—

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ.

‘আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে সম্প্রদায়ের ঘরে এটা (অর্থাৎ, জিহাদ ছেড়ে কৃষিকাজ) প্রবেশ

[১০৪] সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৬২।

করে, আল্লাহ সেখানে অপমান প্রবেশ করান।’[১০৫,১০৬]

অতএব, যে-ব্যক্তি শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া জিহাদের পথ ছেড়ে সাধারণ ও আপাত বৈধ পার্থিব সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তার জন্য লজ্জা ও অপমান অবশ্যম্ভাবী। আর যে-মুসলিম জিহাদ ছেড়ে হারাম পথে দুনিয়া উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার অবস্থা কী হবে?

[১০৫] সহিহুল বুখারী : ২৩২১।

[১০৬] বলাবাহুল্য যে, কৃষি একটি হালাল উপার্জনের মাধ্যম। সাহাবিদের অনেকে চাষাবাদ করতেনও। বিশেষ করে আনসার সাহাবিগণ। এখানে সামগ্রিকভাবে কৃষিকাজের প্রতি নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং, উদ্দেশ্য হলো—জিহাদের প্রয়োজন, সুযোগ ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তা ছেড়ে কেবল কৃষি নিয়ে পড়ে থাকা নিন্দনীয়। অন্যথায়, কেউ যদি জিহাদের পাশাপাশি অবসর সময়ে কৃষিকাজ করে, অথবা জিহাদের সুযোগ না থাকায় কৃষিকাজ করে, তবে অবশ্যই তা নিন্দনীয় নয়। বরং, হালাল পেশা হিসেবে প্রশংসনীয়। –নিরীক্ষক।

মূলত সৎ ও উত্তম লোকের সান্নিধ্যগ্রহণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিজের ঈমান-আমল সংশোধন করা। আর এক্ষেত্রে তারা হবেন পথপ্রদর্শক। তাদের পথ ধরে সাধারণ মানুষ অলসতা ঝেড়ে দ্বীন-সচেতন হবে। ভুল-ভ্রান্তির পথ ছেড়ে আমলমুখী হবে। বিভিন্ন অসংগতি ছেড়ে সঠিক পথে আসবে। কথা ও কাজের বাগাড়ম্বর ছেড়ে হবে তাকওয়ামুখী। আত্মোপলব্ধি ঘটবে। নিজের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারবে।

অপরদিকে কিছু মানুষ কারও সান্নিধ্য নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করে, একে কেন্দ্র করে আরও বিভিন্ন কিছু দাবি করতে থাকে। অথচ নিজে তখনও উদাসীনতা, অলসতা ও আমলবিমুখতায় ডুবে রয়েছে। এ-ধরনের বান্দা মনে করে, সে আল্লাহকে পেয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সে আসলে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এমনইভাবে অনেকে নিজেদের শাইখের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান দেখাতে গিয়ে একেবারে নবী-রসূলের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়; অথচ এ সবই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-সহ একাধিক সাহাবি, তাবিয়ি ও সালাফ থেকে বর্ণিত আছে, লোকজন তাদের কাছে দুআর জন্য চাপাচাপি করলে তারা বলতেন, 'আমরা নবী নাকি?'[১২৬]

এ-থেকে বোঝা যায়, এ-ধরনের চূড়ান্ত সম্মান ও মর্যাদাপ্রদর্শন নবী-রসূল পর্যন্তই ঠিক আছে। অন্যদের ক্ষেত্রে এ-ধরনের বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এমনইভাবে অনেকে বরকত লাভের নিয়াতে বড়োদের ব্যাপারে নানা কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে। সাহাবিগণ এ-ধরনের কাজ কেবল নবীজির সাথেই করেছেন। বরকতের নিয়াতে নিজেরা একে অপরের সাথে এমনকিছুই করেননি। এমনকি তাবিয়িদের কাছে সাহাবিদের মর্যাদা ও অবস্থান অনেক অনেক উঁচু হওয়া সত্ত্বেও তারা সাহাবিদের সাথে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করেননি।

সালাফদের আমল থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, বরকতের নিয়াতে ওজুর পানি খাওয়া, চুল, দাড়ি সংরক্ষণ বা খাদ্য ও পানীয়ের উচ্ছিষ্ট খাওয়া ইত্যাদি কেবল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই ঠিক আছে। অন্য

[১২৬] দ্রষ্টব্য—ইমাম শাতিবি, আল-ইতিসাম : ১/৫০১।